BengaliNotes.in

এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

ICSE CLASS 9 BENGALI

‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতার

সারাংশ, ব্যাখ্যা ও নামকরণের সার্থকতা

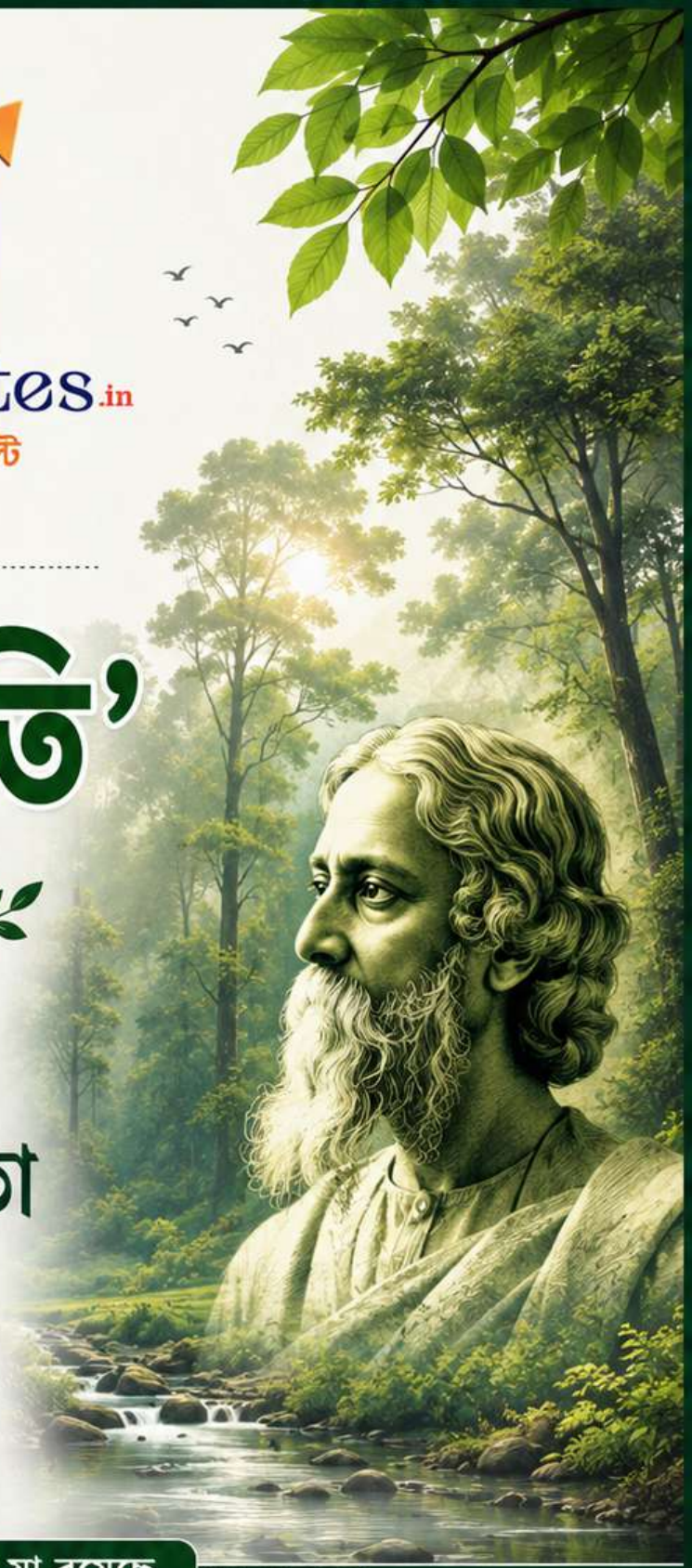

> “চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
> বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার।
> – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

এই নোটস-এ যা রয়েছে

- সহজ ও সংক্ষিপ্ত সারাংশ
- বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা
- নামকরণের সার্থকতা
- পরীক্ষার জন্য উপযোগী

BEST NOTES FOR ICSE

Visit Our Website

www.bengalinotes.in

‘সভ্যতার প্রতি’ করিতা

কবিতার ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতা, প্রকৃতিহীনতা ও মানবিকতার অবক্ষয়ে গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন। তাঁর এই ব্যথা, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে ‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতায়। এখানে কবি বর্তমান নগরসভ্যতার পরিবর্তে প্রাচীন আরণক সভ্যতার শান্তি, সৌন্দর্য ও আদর্শকে ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানিয়েছেন।

কবিতার মূল ভাব

- সভ্যতার নামে প্রকৃতি ধ্বংস ও যান্ত্রিকতার প্রসারের বিরুদ্ধে কবির আবেদন।
- প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতার সরলতা, পবিত্রতা ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ।
- নগরসভ্যতার কৃত্রিমতা, নিষ্ঠুরতা ও সর্বগ্রাসী স্বভাবকে প্রত্যাখ্যান।
- স্বাধীনতা, প্রাণের স্পর্শ ও বিশ্বমানবতার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।
- প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে সত্য, সৌন্দর্য ও আনন্দের জীবন ফিরে পাওয়ার বাসনা।

কবির আর্তি

“চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার।”

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অধ্যায়ে যা রয়েছে

- কবিতার সারাংশ ও ব্যাখ্যা
- কবিতার প্রেক্ষাপট
- কবিতার নামকরণের সার্থকতা
- পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নোট

এই কবিতাটি শুধুমাত্র প্রকৃতির প্রশংসা নয়, এটি এক গভীর মানসিক ও দার্শনিক আবেদন—একটি আদর্শ, পবিত্র ও মুক্ত জীবনের সন্ধান।

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

ICSE CLASS 9 BENGALI

‘সভ্যতার প্রতি’ করিতা
সারাংশ ও ব্যাখ্যা

সারাংশ

কবিতায় কবি আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে প্রাচীন আধ্যাত্মিক-অরণ্য সভ্যতার প্রশংসা করেছেন। **আধুনিক সভ্যতা মানুষকে যন্ত্রের মতো বেঁধে ফেলেছে**, প্রকৃতি থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে এবং জীবনের সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে। কবি চান, লোহা-কাঠ-পাথরের এই আবর্জনাপুর্ণ সভ্যতা ফিরে যাক আর ফিরে আসুক তপোবন কেন্দ্রিক, পবিত্র ও সরল জীবন।

কবি স্মরণ করেন সেই প্রাচীন অরণ্য-জীবনের কথা—সন্ধ্যায় নদীতে স্নান, রাখালের গোচারণ, গুরুগৃহে সমবেত স্বরে সামবেদ পাঠ, নীবার ধানের সুঘ্রাণ, গাছের বাকল পরিহিত সরল নরনারী, আত্মমগ্ন জীবন, পারস্পরিক সমাজবন্ধন ও আদর্শনিষ্ঠ পথ—যেখানে ছিল শান্তি, পবিত্রতা ও মানবিকতার মিলিত রুপ।

আজকের এই নগর সভ্যতাকে তিনি নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী ও প্রাণহীন বলে মনে করেন। তিনি এমন জীবন চান না যেখানে কৃত্রিম সুখ আর রাজভোগ আছে, কিন্তু স্বাধীনতা নেই। তিনি মুক্ত আকাশের পাখির মতো স্বাধীন হতে চান—যার ডানায় আছে বিস্তার, বক্ষে আছে নিজের শাক্তি।

তিনি বলেন, সমস্ত বাধা ও বন্ধনকে তুচ্ছ করে তিনি অনুভব করতে চান জগতের প্রাণের স্পর্শ, সকল প্রাণের হাদস্পন্দন। তাই তাঁর একান্ত কামনা—আধুনিক সভ্যতার পরিবর্তে প্রাচীন তপোবন সভ্যতার পুনরুস্তান হোক, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সুমধুর মিলন।

মুল ভাবনা (Key Themes)

- প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা
- আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা
- প্রাচীন অরণ্যক সভ্যতার প্রশংসা
- স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা
- মানুষ, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ঐক্য

সারাংশ একনজরে

- আধুনিক সভ্যতা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে এবং মানুষকে যান্ত্রিক করছে।
- লোহা-কাঠ-পাথরের এই সভ্যতা কবির কাছে আবর্জনাপুর্ণ।
- প্রাচীন অরণ্যক সভ্যতা ছিল শান্তিময়, পবিত্র ও সরল জীবনাপনের প্রতীক।
- তপোবনের জীবন ছিল প্রকৃতিনির্ভর, মানবিক ও আদর্শনিষ্ঠ।
- কবি নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম সুখ নয়, স্বাধীনতাকে শ্রেয় মনে করেন।
- তিনি পক্ষীর মতো মুক্ত আকাশে উড়তে চান—বাধাহীন ও স্বাধীনভাবে।
- সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে তিনি জগতের হাদস্পন্দন অনুভব করতে চান।
- কবির কামনা—প্রাচীন তপোবন সভ্যতার পুনরুস্তান।

কবির আকাঙ্ক্ষা

“চাই স্বাধীনতা,
চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই
শক্তি আপনার।
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাবার্থ

কবির মতে, যে সভ্যতা মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেয়, প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে এবং জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে—সেই সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা।

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

ICSE CLASS 9 BENGALI

‘সভ্যতার প্রতি’ করিতা

প্রেক্ষাপট

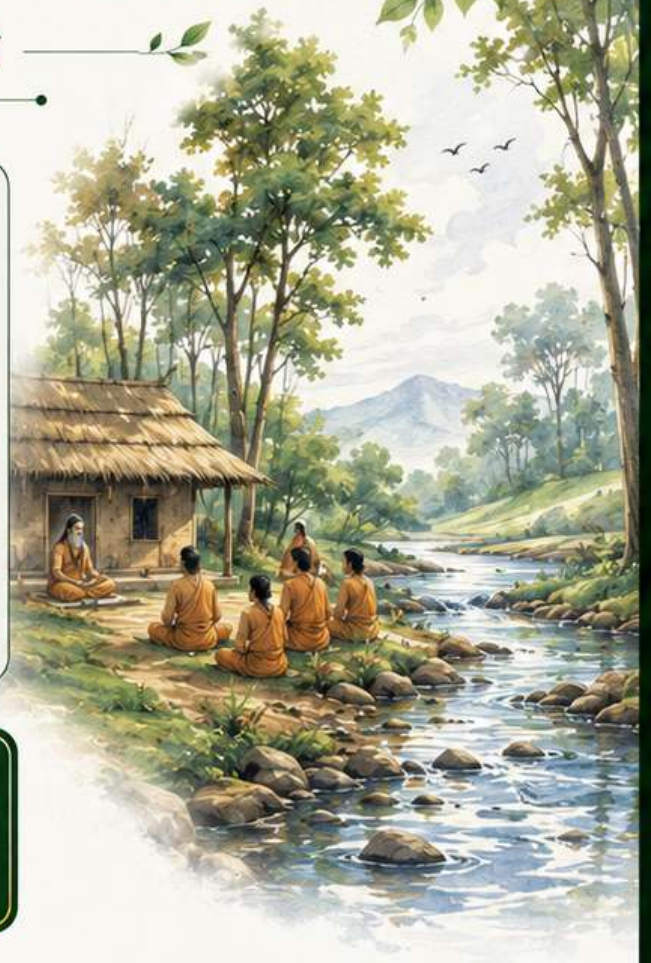

কবিতার প্রেক্ষাপট

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি অনবদ্য। তাঁর পরিণত কাব্যগ্রন্থ ‘চৈতালি’। ‘চৈতালি’ শব্দের অর্থ হল চৈত্র মাসের ফসল। এই পর্বের শেষ ফসল কবি তুলেছেন এই কাব্যে। প্রাচীন ভারতকে নানারূপে আবিস্কারের আভাস এই ‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতায় আছে। এরই মধ্যে কবি তাঁর পরবর্তী কাব্যরূপের বীজও বপন করেছেন। সুতরাং শেষ ফসল, ফসলের শেষ নয়, নতুন ফসলেরই সম্ভাবনা। পরিণত কবি এখানে জীবনকে অচঞ্চল আগ্রহে, সৌন্দর্যের স্নিগ্ধভাবে শান্ত হৃদয়ে শুধু আকর্ষণ পান করতে চেয়েছেন।

> “শেষ ফসল, ফসলের শেষ নয়,
> নতুন ফসলেরই সম্ভাকনা।”
> – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেক্ষাপটের মুল দিকগুলি

- কাব্যগ্রন্থ : চৈতালি
- ধরণ : সনেট
- প্রধান ভাবনা : সভ্যতার সমালোচনা ও অরণ্যক জীবন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
- সময়ের প্রেক্ষাপট : আধুনিক নগরসভ্যতার অগ্রগতির যুগে প্রকৃতির ধ্বংস ও মানুষের আত্মিক শান্তির সন্ধান
- কবির উদ্দেশ্য : প্রকৃতি, স্বাধীনতা ও মানুষের প্রকৃত সত্তাকে ফিরে পাওয়ার আহ্বান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতাটি ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- কবি এখানে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিপরীতে প্রাচীন তপোবনকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রশংসা করেছেন।
- প্রকৃতি, স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিক মূলবোধের পক্ষে কবির জোরালো আহ্বান এই কবিতার মূল সুর।
- এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও মানবতাবাদের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

> “মানুষের উন্নতি যদি প্রকৃতির ধ্বংসের বিনিময়ে হয়,
> তবে সেই উন্নতি অকৃতকার্য ও অমূল্য।”

‘সভ্যতার প্রতি’ করিতা
নামকরণের সার্থকতা

কবিতার নামকরণের সার্থকতা

কবিতার নামকরগের সময় কবি নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কখনও কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্রের নামানুসারে, কখনও ভৌগোলিক পরিবেশ বা স্থানের নামানুসারে, কখনও সহজসরল পদ্ধতি অনুসরে, কখনও-বা রূপকের আশ্রয় নিয়ে ব্যঞ্জনধর্মী নামকরণ করেন।

অনেকে নামকরণকে তেমন গুরুত্ব দেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “নামকে যারা নিংগ্রের নাম বলে মনে করেন, তাঁদের দলে আমি নই!” সুতরাং, নামকরণের ওপর রচনার সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতায় নগর সভ্যতা ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ও আরণ্যক সভ্যতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। নগর সভ্যতার লোহা-কাঠ-পাথর সবকিছুকে তিনি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। আধুনিক নগর সভ্যতা নিষ্ঠুর ও সর্বগ্রাসী, তপোবনের পবিত্র ছায়া ও গ্লানিহীন দিনগুলি এই বর্তমান সভ্যতার চেয়ে অনেক ভাল।

সেখানকার সন্ধ্যাস্নান, গোচারণভুমি, গুরুগৃহে বসবাসকারী ছাত্রদের সমবেতসুরে সামবেদ পাঠ করা, উদ্ভিধানের মুক্তি, বাছের ছালের বসন, গুরুর মহাতন্তুগুলি প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে শোনা—এই হল সেই প্রাচীন অরণ্য সভ্যতা।

কবি এই আধুনিক প্রাণহীন নাগরিক সভ্যতার পাষ্ণনি-পিঞ্জরে বন্দি হয়ে থাকতে চান না, নতুন আনন্দদায়ক ও সুখদায়ক জীবনও চান না। তাই তিনি ব্যাকুলভাবে বলেছেন—
“চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার, বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার।”
এই নাগরিক সভ্যতার বন্ধন ছিঁড়ে অনন্ত জগতের হৃদয়স্পন্দন তিনি পেতে চান।

নামকরণের মূল কারণ

- কবিতায় সভ্যতার দুই রূপের তুলনামুলক আলোচনা রয়েছে।
- নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা করা হয়েছে।
- আরণ্যক, তপোবনকেন্দ্রিক প্রাচীন সভ্যতার মাহাত্ম্য তুলে ধারা হয়েছে।
- সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য – মুক্তি, প্রকৃতি ও মানবতার সন্ধান।

সার্থকতা

- কবিতার প্রতিটি অংশে ‘সভ্যতা’ শব্দটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেরে এসেছে।
- আধুনিক ও প্রাচীন – এই দুই দর্শনের তুলনা কবিতার প্রধান উপজীব্য।
- কবি যে সভ্যতা চান এবং যে সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেন—উভয়ই কবিতায় বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে।

তাই ‘সভ্যতার প্রতি’ নামকরণটি একেবারে যথার্থ ও সার্থক।

মূল ভাব

“সত্যিকারের সভ্যতা সেই, যেখানে আছে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য, আছে স্বাধীনতা, আছে মানবতা ও আত্মার বিকাশ।

“চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার।”
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Thank You!

এই নোটটি পড়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।
নিয়মিত পড়াশোনা করো, সফলতা তোমার হবেই।

Stay Focused
Keep Learning
Achieve Success

> শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র, যা দিয়ে তুমি নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারো।

BengaliNotes.in

এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

তোমার সাফল্যের সাথী

আমাদের লক্ষ্য

সহজ ভাষায় নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত ও পরীক্ষা উপযোগী নোটস তৈরি করা।

আমরা যা দিই

- সহজ ও সংক্ষিপ্ত সারাংশ
- বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা
- নামকরণের সার্থকতা
- পরীক্ষার জন্য উপযোগী

Visit Our Website

www.bengalinotes.in

আরও নোটস, সাজেশন ও স্টাডি ম্যাটেরিয়াল পেতে আজই ভিজিট করো আমাদের ওয়েবসাইট।

> চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
> বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার।
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ICSE CLASS 9 BENGALI | বিশ্বাসযোগ্য কনটেন্ট | পরীক্ষা উপযোগী ও নির্ভুল | সাফল্য তোমার অধিকার

★ পড়ো, বোঝো, সফল হও ★